

শ্রী শ্রী লক্ষ্মীদেবীর পাঁচালি

গায়ত্রী

ওঁ মহালক্ষ্মৈ বিদ্যাহে মহাপ্রিয়ৈ ধীমহি তন্ন শ্রীঃ
প্রচোদয়াৎ। ওঁ ।

স্তব

ওঁ ত্রৈলোক্য পূজিতে দেবী কমলে বিষ্ণুবল্লভে।
যথা স্বং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা।।
ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মীশ্চলা ভূতির্হরিপ্রিয়া।
পদ্মা পদ্মালয়া সম্পদ রমা শ্রীঃ পদ্মধারিণী।।
দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সংপূজ্য যঃ পঠেৎ।
স্থিরা লক্ষ্মীভবেৎ তস্য পুত্রদারাদিভিঃ সহ।।

ধ্যান

ওঁ পাশাঙ্কমালিকাঙ্কোজসৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ।
পদ্মাসনস্থং ধ্যায়েচ্চ প্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্।।
গৌরবর্ণং সূরুপাঙ্ক সর্বলঙ্কারভূষিতাম।
রৌদ্রপদ্মব্যগ্রকরীং বরদাং দক্ষিণেন তু।।

পুষ্পাঞ্জলি

নমস্তে সর্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্তং প্রসন্নানাং সা মে ভূয়াত্তদর্শনাং।।

প্রণাম

নমো-বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মী নমোহস্তুতে।।

ব্রতকথা আরম্ভ

নারায়ণং নমস্কৃত্যং
নরৈশ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীশ্চৈব
ততো জয়মুদীরয়েৎ।।

দোল পূর্ণিমা নিশি নিগ্নল আকাশ।
ধীরে ধীরে বহিতেছে মলয় বাতাস।।
লক্ষ্মীদেবী বামে করি বসি নারায়ণ।
করিতেছে নানা কথা সুখে আলাপন।।
হেনকালে বীণা নিয়ে আসি মুনিবর।
নারায়ণের সাক্ষাতে কহিল বিস্তর।।
তারপরে করজোড়ে করিয়া প্রণতি।
কহিল নারদ মুনি নারায়ণী প্রতি।।

বন্দে বিষ্ণুপ্রিয়াং দেবীং
দারিদ্ৰ দুঃখ-নাশিনীং।
ক্ষীরোদপুত্রীং কেশব-কান্ত্য
বিষ্ণুবঙ্কঃ-বিলাশিনীং।।

কহ মাতা! এ কেমন তোমার বিচার।
চঞ্চলা চপলা প্রায় ফির দ্বারে দ্বার।।
পলকের তরে তব নাহি কোন স্থিতি।
মর্তবাসী সদা তাই ভুগিছে দুর্গতি।।
সতত কুক্রিয়া যত নরনারীগণ।
অসহ্য যাতনা পায় দুর্ভিক্ষ ভীষণ।।
অন্নাভাবে শীর্ণকায় বলহীন দেহ।
ক্ষুধা কষ্টে আত্মহত্যা করিতেছে কেহ।।
কহ প্রিয় প্রাণাধিক পুত্রকন্যাগণে।
করিতেছে পরিত্যাগ অল্পের কারণে।।
বল বল বল দেবী কি পাপের ফলে।
ভীষণ দুর্ভিক্ষ! সদা মর্তবাসী জ্বলে।।
কমলা ব্যথিত হয়ে দুঃখিত অন্তরে।
কহিলেন অতঃপর ক্ষুণ্ণ মুনিবরে।।
নরলোকে দঃখ পায় শোকের বিষয়।
দুষ্কৃতির ফল ইহা জানিবে নিশ্চয়।।
চঞ্চলা আমার নাম কিসের লাগিয়া।
কারণ ইহার তবে শুন মন দিয়া।।
দিবা নিদ্রা অনাচার ক্রোধ অহঙ্কার।
আলস্য কলহ মিথ্যা ঘিরিছে সংসার।।
উচ্চ হাসি উচ্চ ভাষা কহে নারীগণে।
সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যায় বেহোস নয়নে।।

দয়া মায়া লজ্জা আদি দিয়া বিসর্জন।
 যেথায় সেথায় করে সেচ্ছায় গমন।।
 না দেয় প্রদীপ তারা প্রতি সন্ধ্যাকালে।
 ধূপধূনা দিতে লজ্জা মনে মনে গণে।।
 প্রভাতেতে নাহি দেয় গোময়ের ছড়া।
 ময়লায় নষ্ট হবে তার শাড়ী পড়া।।
 লক্ষ্মী অংশে নারী জাতি করিয়া সৃজন।
 পাঠায়েছি মর্ত্যধামে সুখের কারণে।।
 বৃথাই সুখেতে তারা ভুলিয়া আমায়।
 অকার্য্যে কুকার্য্যে তারা সময় কাটায়।।
 স্বশুর স্বাশুড়ীগণে নহে ভক্তিমতী।
 বাক্যবাণ বর্ষে সদা তাহাদের প্রতি।।
 স্বামীর আত্মীয়গণে না করে আদর।
 থাকিতে চাহেগো সদা হয়ে সতন্তর।।
 লজ্জা আদি গুণ যত নারীর ভূষণ।
 শরীরের হতে তারা করেছে বর্জন।।
 অতিথি দেখিলে তারা কষ্ট পায় মনে।
 স্বামীর অগ্রেতে খায় যত নারীগণে।।
 পতির করেছে হেলা না শুনে বচন।
 ছাড়িয়াছে গৃহস্থালী ছেড়েছে রন্ধন।।
 পুরুষের পরিহাসে কাটায় সময়।
 মিথ্যা ছাড়া সত্য কথা কভু নাহি কয়।।
 সতত তাহারা মোরে জ্বালাতন করে।
 চপলার প্রায় তাই ফিরি দ্বারে-দ্বারে।।
 ঈর্ষা-দ্বेष-হিংসা পূর্ণ মানব হৃদয়।
 পরশ্রীকাতর চিত্ত কুটিলতাময়।।
 দেব-দ্বিজ ভক্তিহীন তুচ্ছ গুরুজন।
 সর্বদা আপন সুখ করে অশ্রেষণ।।
 রসনা তৃষ্ণির জন্য অভ্যক্ষ ভক্ষণ।
 তারি ফলে নানা ব্যাধি অকালে মরণ।।
 যেই গৃহ এইরূপ পাপের আগার।
 অচলা হইয়া তথা থাকি কি প্রকার।।
 বর্জিয়া এসব দোষ হ'লে সদাচারী।
 অচলা থাকিব সেথা দিবা বিভাবরী।।
 এত শুনি মুনিবর বলে হুষ্ট মনে।
 কি হ'লে প্রসন্না দেবী হবে নারীগণে।।
 ওহে দয়াময়ী তুমি না করিলে দয়া।
 পারে কি লভিতে নর তব পদ ছায়া।।
 সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি অধিকারী।
 জগত-প্রসূতি তুমি জগত ঈশ্বরী।।
 কৃপা করি কর মাতা বিহিত বিধান।
 পরের লাগিয়া কাঁদে সদা মোর প্রাণ।।
 দেবর্ষির বাক্যে দয়া উপজিল মনে।
 বিদায় করিল তারে মধু সস্তাষণে।

মর্ত্যবাসীদের দুঃখে কাঁদিলে অন্তরে।
 প্রতিকার চেষ্টা আমি করিব সম্বর।।
 তারপরে লক্ষ্মীদেবী ভাবে মনে মনে।
 ভুলোকের দুঃখ নাশ করিব কেমনে।।
 ভাবিয়া চিন্তিয়া বলে নারায়ণ প্রতি।
 কিরূপে হরিব এবে নরের দুর্গতি।।
 কেমনে তাদের দুঃখ করিব মোচন।
 উপদেশ দাও মোরে বিপদভঞ্জন।।
 শুনিয়া লক্ষ্মীর বাণী কহে লক্ষ্মীপতি।
 উতলা কি হেতু দেবী স্থির কর মতি।।
 মন দিয়া শুন সতী বচন আমার।
 লক্ষ্মীরত নরলোকে করহ প্রচার।।
 গুরুবারে সন্ধ্যাকালে মিলি এযোগণে।
 পূজিয়া শুনিবে কথা আনন্দিত মনে।।
 বাড়িবে ঐশ্বর্য্য তাহে তোমার কৃপায়।
 দারিদ্রতা দূরে যাবে তোমার দয়ায়।।
 শ্রীহরির বাক্যে দেবী অতি হুষ্ট মনে।
 গমন করিল মর্ত্যে ব্রত প্রচারণে।।
 অবস্খী নগরে গিয়া হ'ল উপনীত।
 দেখিয়া শুনিয়া হ'ল বড়ই স্তম্ভিত।।
 নগরের লক্ষ্মীপতি ধনেশ্বর রায়।
 ঐশ্বর্য্য অপার তার কুবেরের প্রায়।।
 সোনার সংসার তার শূন্য হিংসা দ্বেষ।
 পালিত প্রজাগণকে পুত্র নির্বিশেষ।।
 এক অল্পে সাত পুত্র রাখি ধনেশ্বর।
 সমস্মানে যথাকালে গেল লোকান্তর।।
 ভাৰ্য্যাদের কুহকেতে সপ্তসহোদর।
 হইল পৃথক অল্প কিছুদিন পর।।
 হিংসা-দ্বেষ অলক্ষ্মীর যত সহচর।
 একে একে সবে আসি প্রবেশিল ঘর।।
 ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মীদেবী ছাড়িল সব্বারে।
 সোনার সংসার সব গেল ছারখারে।।
 বৃদ্ধা ধনেশ্বরী পল্লী নিজ ভাগ্যদোষে।
 না পারি তিষ্ঠিতে আর বধূদের রোষে।।
 চলিল বনেতে বৃদ্ধা ত্যাজিতে জীবন।
 অদৃষ্টের ফলে হয় এ হেন ঘটন।।
 অগ্নাভাবে শীর্ণ দেহ মলিন বদন।
 চলিতে শক্তি নাই করিতে ক্রন্দন।।
 হেনকালে ছদ্মবেশে দেবী নারায়ণী।
 বনমধ্যে উপনীতা হইলা আপনি।।
 সক্ররুণ স্বরে দেবী জিজ্ঞাসে বৃদ্ধারে।
 কি জন্য এসেছ তুমি এ ঘোর কান্তারে।।
 কাহার তনয়া তুমি কাহার ঘরনী।
 কি হেতু মলিন মুখ বিষাদ বদনী।।

বৃদ্ধ বলে অতি হীনা আমি অভাগিনী।
 কি কাজ শুনিয়া মম দুঃখের কাহিনী।।
 পিতা পতি ছিল মোর অতি ধনবান।
 সদা ছিল মোর ভাগ্যে লক্ষ্মী অধিষ্ঠান।।
 সোনার সংসার ছিল মোর ধনে জনে।
 পুত্র বধূগণ মোরে সেবিত যতনে।।
 পতির হইল কাল সুখ শান্তি যত।
 গৃহ হ'তে ক্রমে ক্রমে হ'ল তিরোহিত।।
 সাত পুত্র সাত হাঁড়ি হয়েছে এখন।
 সতত বধূরা মোরে করে জ্বালাতন।।
 সহিতে না পারি আর সংসার যাতনা।
 ত্যজিব জীবন আমি করেছি বাসনা।।
 নারায়ণী বলে শুন আমার বচন।
 আত্মহত্যা মহাপাপ নরকে গমন।।
 যাও সতী গৃহে গিয়ে কর লক্ষ্মীরত।
 অচিরে হইবে তব সুখ পূর্বমত।।
 গুরুবারে সন্ধ্যাকালে মিলি নারীগণে।
 করিবে লক্ষ্মীর ব্রত হরষিত মনে।।
 জনপূর্ণ ঘটে দিবে সিঁদূরের ফোঁটা।
 আশ্বের পল্লব দিবে শিরে এক গোটা।।
 ধূপ দীপ জ্বালাইয়া রাখিবে ঘরেতে।
 শুনিতে বসিবে কথা দূর্ব্বা নিয়ে হাতে।।
 মনেতে লক্ষ্মীর মূর্তি করিয়া চিন্তন।
 এক মনে ব্রতকথা করিবে শ্রবণ।।
 কথা অস্ত্রে উলু দিয়া প্রণাম করিবে।
 তারপরে এযোগে সিঁদূর লইবে।।
 যে রমনী পূজা করে প্রতি গুরুবারে।
 হইবে বিশুদ্ধ মন মা লক্ষ্মীর বরে।।
 যেই গৃহ ব্রতকালে সব বামাগণ।
 সর্ব্ব কার্য পরিহারি ব্রতে দেয় মন।।
 সেই গৃহে বাঁধা রব হইয়া অচলা।
 ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করি আমি যে কমলা।।
 পৌর্ণমাসী হয় যদি কোন লক্ষ্মীবারে।
 উপবাস থেকে নারী পূজিও আমারে।।
 সকল বাসনা তব হইবে পূরণ।
 পতি পুত্র লয়ে সুখে রবে অনুষ্ণণ।।
 লক্ষ্মীর ভান্ডার স্থাপি লও ঘরে ঘরে।
 রাখিবে তন্মূল তাতে এক মুষ্টি করে।।
 সঞ্চয়ের পথ ইহা জানিবে সকলে।
 দুঃসময়ে সুখী হবে তুমি এর ফলে।।
 আলস্য ত্যজিয়া সূতা কাটি বামাগণ।
 দেশের অবস্থা করিয়া চিন্তন।।
 প্রসন্ন থাকিবে তাহে কহিলাম সার।
 যাও গৃহে কর গিয়ে ব্রতের প্রচার।।

কর এবে ব্রত মোর সংসারে প্রচার।
 অচিরে হইবে তব বৈভব অপার।।
 পুত্রবধূগণ বশে থাকিবে তোমার।
 পূর্ব্বমত শান্তিময় হইবে সংসার।।
 বলিতে বলিতে দেবী নিজ মূর্তি ধরি।
 দরশন দিলা তারে লক্ষ্মী কৃপা করি।।
 দেখিয়া হইলা বৃদ্ধা আনন্দে বিভোর।
 প্রণাম করিছে বৃদ্ধা যুড়ি দুই কর।।
 প্রসন্ন হইয়া দেবী দিল তারে কোল।
 অন্তর্ধান হইলেন ব'লে হরিবোল।।
 এত বলি লক্ষ্মীদেবী হ'ল অদর্শন।
 হুস্ট চিতে বৃদ্ধা গৃহে করিল গমন।।
 আসিয়া গৃহেতে সব করিল বর্ণণ।
 যেরূপে ঘটিল তার দেবী দরশন।।
 ব্রতের বিধান বৃদ্ধা বলিল সবারে।
 দেবীর সব কথা যা বলিছে তাহারে।।
 বধূগণ সবে মিলি করে লক্ষ্মীরত।
 হিংসা-দ্বেষ-স্বার্থ ভাব হ'ল তিরোহিত।।
 মিলিল একত্রে পুনঃ ভাই সাতজন।
 মিলে সহদরাসম যত বধূগণ।।
 মা লক্ষ্মী করিল যত পুনরাগমন।
 গৃহ অচিরে হইল শান্তি নিকেতন।।

রুগ্ন ব্রাহ্মণের উপাখ্যান

দৈবযোগে একদিন বৃদ্ধার আলয়ে।
 উপনীত এক নারী ব্রতের সময়ে।।
 ব্রতকথা শুনি তার ভক্তি উপজিল।
 মনে মনে লক্ষ্মীরত মানস করিল।।
 পতি তার চির রুগ্ন অক্ষম অজ্ঞে।
 ভিক্ষা করি যাহা পায় থায় দুইজনে।।
 তাই নারী ভাবি মনে করিছে কামনা।
 নিরোগ পতিরে করে চরণে বাসনা।।
 গৃহে গিয়ে এমো লয়ে করে লক্ষ্মীরত।
 ভক্তি মতে সাধ্বী নারী পূজে বিধিমত।।
 দেবীর কৃপায় তার দুঃখ হ'ল দূর।
 পতি হ'ল সুস্থ দেহ ঐশ্বর্য্য প্রচুর।।
 কালক্রমে শুভদিনে জন্মিল তনয়।
 হইল সংসার তার সুখের আলয়।।
 দয়াবতী নারায়ণী হইলা সদয়।
 তনয় জন্মিল তার উজ্জ্বল আলয়।।
 এইরূপে লক্ষ্মীরত করে ঘরে ঘরে।
 ক্রমে প্রচারিত হ'ল অবন্তী নগরে।।

সদাগরের উপাখ্যান

অবশেষে শুন এক অপূৰ্ণ ব্যাপার।
ব্রতের মাহাত্ম্য হ'ল যেভাবে প্রচার।।
অবলী নগরে এক গৃহস্থ ভবনে।
বামাগণ নিয়োজিত ব্রতের সাধনে।।
শ্রীনগরবাসী এক বণিক তনয়।
উপনীত হ'ল আসি ব্রতের সময়।।
অনেক সম্পত্তি তার ভাই পঞ্চজন।
পরস্পর অনুগত ছিল সৰ্ব্বক্ষণ।।
সোনার সংসার সদা ছিল ধনে জনে।
বধূরা একে অন্যকে সেবিত যতনে।।
ব্রত দেখি হেলা করি সাধুর তনয়।
বলে এ'কি ব্রত, এতে কিবা ফলোদয়।।
সদাগর বাক্য শুনি বলে বামাগণ।
করি লক্ষ্মীরত যাতে কামনা পূরণ।।

লক্ষীর বরেতে হবে পূর্ণিত সংসার।।
ইহা শুনি সদাগর বলে অহঙ্কারে।
যে জন অভাবে থাকে সে পূজে তাহারে।।
ধন জন ভোগ যা কিছু সম্ভবে।
সকল আমার আছে, আর কিবা হবে।।
কপালে না থাকে যদি লক্ষ্মী দিবে ধনবান।
হেন বৃথা বাক্য আমি ন শুনি কখন।।
গর্বিত বচন লক্ষ্মী সহিতে না পারে।
অহঙ্কার দোষে দেবী ছাড়িল তাহারে।।
ধনমদে মত্ত হ'য়ে লক্ষ্মী ক'রে হেলা।
নানা দ্রব্যে পূর্ণ তরী বাগিজেতে গেলা।।
দৈবযোগে লক্ষ্মী-কোপে সহ ধন জন।
সম্ভতরী জলমাঝে হইল মগন।।
সৰ্বদ্রব্য যাহা কিছু আছিল তাহার।
বজ্রাঘাতে দম্ব হয়ে হ'ল ছারখার।।
দূরে গেল ভ্রাতৃ ভাব হ'ল ভিন্ন অঙ্গ।
সোনার সংসার তার সকলে বিপন্ন।।
ভিক্ষাজিবি হয়ে সবে ঘরে ঘরে।
জঠর জ্বালায় ঘোরে দেশ দেশান্তরে।।
পড়িয়া বিপাকে তাই সাধুর তনয়।
অশ্রু ঝরে দুই নেত্রে কান্দে উভরায়।।
কি দোষ পাইয়া বিধি করিল এমন।
অধম সন্তান আমি অতি অভাজন।।
সাধুর দুর্দশা দেখি দয়া উপজিল।
করুণ হৃদয়া লক্ষ্মী সকলি বুঝিল।।
দুঃখ দূর তরে তরে করিয়া কৌশল।
পাঠায় অবলীপুরে করি ভিক্ষা ছল।।

নানা স্থানে ঘুরাইয়া আনিবার পর।
উপনীত হইল মা অবলী নগর।।
লক্ষ্মীরত করে তথা সব বামাগণ।
স্মরণ হইল তার পূৰ্ব বিবরণ।।
বুঝিল তখন কেন পড়িল বিপাকে।
অহঙ্কার দোষে দেবী ত্যজিল তাহাকে।।
জোর করে ভক্তিভরে জয়ে একমন।
করিছে তাহার স্তুতি সাধুর নন্দন।।
ক্ষম দেবী এ দাসের অপরাধ যত।
তব পদে মতি যেন থাকে অবিরত।।
ক্ষমা কর নারায়ণী ওমা ক্ষমাশীলে।
সত্য স্বরূপিনী তুমি ওগো মা কমলে।।
শ্রেষ্ঠ হ'তে শ্রেষ্ঠতরা পরমা প্রকৃতি।
কোপাদি বর্জিতা তুমি মূর্তিমতী ধৃতি।।
সতী সাক্ষী রমনীর তুমি উপমা।
দেবগণে ভক্তি মনে পূজে সদা তোমা।।
সুর নর সকলের সম্পদ রূপিনী।
জগত-সৰ্বস্ব তুমি ঐশ্বর্য্য দায়িনী।।
রাস অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি রাসেশ্বরী।
সকলেই তব অংশ আছে যত নারী।।
গোলকে কমলা তুমি মাধব মোহিনী।
ক্ষীরোদ সাগরে তুমি ক্ষীরোদ-নন্দিনী।।
স্বর্গলক্ষ্মী তুমি মা গো ত্রিদিব মন্ডলে।
গৃহলক্ষ্মী রূপে তুমি বিরাজ ভূতলে।।
তুমি তুলসী গঙ্গা পতিত পাবনী।
সাবিত্রী বিরিশি পুরে বেদের জননী।।
কৃষ্ণ প্রাণেশ্বরী তুমি কৃষ্ণ প্রাণাধিকা।
তুমিই আগমে ছিলে দ্বাপরে রাধিকা।।
বৃন্দাবন মাঝে তুমি বৃন্দা গোপ নারী।
বৃন্দালয়ে ছিলে তুমি হয়ে গোপেশ্বরী।।
বিরাজ চম্পক বনে চম্পক ঈশ্বরী।
শতশৃঙ্গ শৈল তুমি শোভিতা সুন্দরী।।
বিকসিত পদ্মবনে তুমি পদ্মাবতী।
মালতী কুসুম কুঞ্জে তুমি মা মালতী।।
কুন্দদন্তী নাম ধর তুমি কুন্দবনে।
তুমি গো সুশীলা সতী কেতকী কাননে।।
তুমি মা কদম্ব মালী কদম্ব কাননে।
বন অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি বনে বনে।।
রাজলক্ষ্মী তুমি মা গো নরপতি পুরে।
সকলের গৃহলক্ষ্মী তুমি ঘরে ঘরে।।
দীন জনে রাজ্য পায় তব কৃপা বলে।
দয়া কর এবে মোরে ওগো মা কমলে।।
দয়াময়ী ক্ষেমঙ্করী অধম তারিনী।
অপরাধ ক্ষমা কর দুঃখ বিনাশিনী।।

অল্পদা বরদা মাতা বিপদ নাশিনী।
 দয়া কর এবে মোরে মাধব ঘরনী।।
 এইরূপে স্তব করি ভক্তিয়ুক্ত মনে।
 একাগ্র হৃদয়ে সাধু ব্রতকথা শুনে।।
 ব্রত অস্ত্রে সদাগর করিয়া প্রণাম।
 ব্রতের সঙ্কল্প করি আসি নিজধাম।।
 বধূগণে বলে সাধু লক্ষ্মীরত সার।
 সবে মিলে কর ইহা প্রতি গুরুবার।।
 সাধুর বাক্যতে তুষ্ট হয়ে বধূগণ।
 ভক্তি মনে করে তারা ব্রত আচরণ।।
 ভক্তাধীনা নারায়ণী হইয়া সদয়।
 নাশিলে সাধুর ছিল যত বিতচয়।।
 দেবীর কৃপায় তাই সম্পদ লভিল।
 দারিদ্র দূরে গিয়া নিরাপদ হ'ল।।
 সপ্ততরী উঠে ভাসি জলের উপর।
 মহানন্দে পূর্ণ হ'ল সাধুর অন্তর।।
 মিলিল ভ্রাতারা পুনঃ আর বধূগণ।
 সাধুর সংসার হ'ল পূর্বের মতন।।
 সবে মনে রেখ সদা লক্ষ্মীর বচন।
 লক্ষ্মীরত নরলোকে কর প্রচলন।।
 প্রতি গুরুবারে মিলি যত নারীগণে।
 পূজিয়া শুনিবে কথা ভক্তিয়ুক্ত মনে।।

ব্রতের মাহাত্ম্য

এইভাবে মর্তধামে ব্রতের প্রচার।
 মনে রেখো মর্তধামে লক্ষ্মীরত সার।।
 এই ব্রত যে রমনী করে একমনে।
 লক্ষ্মীর কৃপায় সেই বাড়ে ধনে জনে।।
 অপুত্রার পুত্র হয় নির্ধনের ধন।
 ইহলোকে সুখ অস্ত্রে স্বর্গেতে গমন।।
 যেবা পড়ে যেবা শুনে যেবা রাখে ঘরে।
 লক্ষ্মীর বরেতে তার মনবাঞ্ছা পূরে।।
 ব্রত করি স্তব পাঠ যে জন করে।
 অভাব রহে না তার মা লক্ষ্মীর বরে।।
 লক্ষ্মীর ব্রতের কথা হ'ল সমাপন।
 ভক্তিভরে বর চাহ যাহা লয় মন।।
 সিঁথিতে সিন্দুর দাও সব এয়ো মিলে।
 হৃদয়ে দিও সব অন্য কথা ভুলে।।
 লক্ষ্মীর ব্রতের কথা বড় মধুময়।
 প্রণাম করিয়া যাও যে যায় আলয়।।
 যোড় করি দুই হাত ভক্তিয়ুক্ত মনে।
 প্রণাম করহ এবে যে থাক যেখানে।।

প্রণমামি লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুর ঘরনী।
 ক্ষীরোদ সমুদ্রা দেবী জগৎমোহিনী।।
 দয়াময়ী জগন্মাতা বিপদ নাশিনী।
 অগতির গতি মাতা তুমি নারায়ণী।
 ভকত বৎসলা দেবী সত্য শ্যরূপিনী।
 হরিপ্রিয়ে পদ্মাসনা ভূতার হারিনী।।
 ভবরাধ্যা তুমি মাতঃ শ্যাম আরাধিতা।
 পদ্ম ছায়া দানে কৃপা কর জগন্মাতা।।
 দুর্গতি সাগরে প'রে ডাকি তোমা আমি।
 তরাও তারিণী মোরে চরণে নমামি।।
 এতে বলি গ্রন্থ আমি করি সমাপন।
 ভূমিতে লুটিয়া প্রণাম কর সর্বজন।।

বন্দনা

সৃজন পালন লয়, যাহার কটাক্ষে হয়,
 বন্দ সেই শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ।
 ভূমিতে করিয়া নতি, থাকে যেন মোর
 মতি,
 পাই যেন শ্রীযুগল চরণ।।
 নারায়ণ নারায়ণী, চরণ যুগলে পড়ি,
 আমি যেন পাই দিব্যঞ্জন।
 অধম শ্যমলাল যে, মাগিছে নত শিরে সে,
 মোর ঘরে হয়ে অধিষ্ঠান।।